

ভারতের বদলে যাওয়া পরিবহন পরিস্থিতি স্বাধীনতার সত্তর বছর ২০১৭-র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ একটি দেশের অগ্রগতি, কিভাবে সেই দেশটি তাদের নাগরিক ও পন্যদ্রব্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবহন

Posted On: 10 OCT 2017 4:43PM by PIB Kolkata

একটি দেশের অগ্রগতি, কিভাবে সেই দেশটি তাদের নাগরিক ও পন্যদ্রব্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবহন করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সুদক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা, কাঁচামালের উৎস থেকে উৎপাদনকেন্দ্র এবং বাজারের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ স্থাপন করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেয়। এছাড়া সুসম আঞ্চলিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পণ্য ও পরিষেবা সর্বশেষ মানুষটির কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রেও পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বিস্তৃত পরিবহন নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে যাত্রী এবং মালপত্র পরিবহনের ক্ষেত্রে স্লথ গতি এবং অদক্ষতার সমস্যা ছিল। পরিবহন ক্ষেত্রটিতে বহু ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা এবং দুর্গম স্থানে পরিবহন নেটওয়ার্ক নিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাব দেশের সড়কগুলি সংকীর্ণ ও ভীড়াক্রান্ত হওয়ায় এবং যথাযথ দেখভালের অভাবে যান চলাচলের গতি হ্রাস পেয়েছে। ফলে প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং দূষনের বোঝা বেড়ে চলে। সড়কগুলিতে দুর্ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং প্রতি বছর প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষ দুর্ঘটনার ফলে মারা যান। সারা দেশে সড়কপথে মাল পরিবহনের হার অত্যন্ত বেশী যদিও এটা দেখা গেছে যে পরিবহনের এই মাধ্যমটি সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং দূষণ সৃষ্টিকারী। রেল পরিবহন সড়ক পরিবহনের তুলনায় সস্তা ও পরিবেশবান্ধব হওয়া সত্ত্বেও এই নেটওয়ার্কটি গতি স্লথ এবং অপরিপূর্ণ। অন্যদিকে সবচেয়ে সস্তার পরিবহন ব্যবস্থা জলপথ সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব হওয়া সত্ত্বেও তার একেবারেই তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থায় এই প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে আমাদের দেশে পন্যদ্রব্যের পরিবহন ব্যয় অত্যন্ত বেশী, যার ফলে আমাদের পণ্যদ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকে।

বিগত তিন বছরে অবশ্য পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। সরকার দেশে বিশ্বমানের পরিবহন পরিকাঠামো গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করেছে। এমন এক পরিবহন পরিকাঠামোর কথা ভাবা হয়েছে যা হবে ব্যয় সাশ্রয়ী। সবার নাগালের মধ্যে নিরাপদ, কম দূষন সৃষ্টিকারী এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ হারে দেশজ উপকরণ দ্বারা নির্মিত ও দেশে প্রচলিত বর্তমান পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিশ্বমানের প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে এবং নতুন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং এই কাজ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থারও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এছাড়াও বেসরকারী ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকাঠামো নির্মাণ কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদের দেশের মোট সড়কের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশ জাতীয় সড়ক হওয়া সত্ত্বেও তার মাধ্যমে ৪০% যানবাহন চলাচল করে। সরকার দৈর্ঘ্য এবং গুণমানের নিরিখে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৪ সালে সারা দেশে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৯৬০০০ কি.মি। বর্তমানে এই দৈর্ঘ্য বেড়ে হয়েছে ১.৫ লক্ষ কি.মি এবং খুব শীঘ্রই তা ২ লক্ষ কি.মি-র লক্ষ্য ছুঁয়ে যাবে। প্রস্তাবিত ভারতমালা কর্মসূচীতে সীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হবে, গড়ে তোলা হবে অর্থনৈতিক করিডোর, অভ্যন্তরীণ করিডোর এবং ফিডার রুট। এছাড়া জাতীয় করিডোরগুলির সাথে সংযোগ আরও উন্নত করা হবে। উপকূল অঞ্চল এবং বন্দরগুলির সাথে সংযোগের জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ করা হবে এবং গ্রীনফিল্ড ও এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলা হবে। এর ফলে দেশের সমস্ত এলাকা খুব সহজে জাতীয় সড়কের নাগালের মধ্যে আসবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নকশাল অধ্যুষিত এলাকা, পিছিয়ে পড়া এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলির জন্য সড়ক সংযোগ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। অসমের ধোলা সাদিয়া সেতু এবং জম্মু-কাশ্মীরের চেনানি নাসরি সড়ক সুড়ঙ্গ তৈরী করে দুর্গম এবং পার্বত্য এলাকায় পথের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে সুগম্য করে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভদোদরা-মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর-চেন্নাই এবং দিল্লী-মির্যাটের মতো যানবাহন সড়কগুলিকে বিশ্বমানের এবং নাগালে নিয়ন্ত্রণ যুক্ত এক্সপ্রেসওয়েতে পরিণত করা হবে। অন্যদিকে চার ধাম ও বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রগুলির মতো ধর্মীয় পর্যটনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে দ্রুত এবং সুবিধাজনক যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র রাস্তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিই নয়, সড়কগুলিকে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ করে তোলার লক্ষ্যেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে রাস্তার নকশা তৈরী করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হচ্ছে এবং পরিচিত দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়ক পরিবহনের ভুলত্রুটি সংশোধন, যথাযথ পথনির্দেশিকা পরিবহন সংক্রান্ত আইনকে আরও বেশী দক্ষ করে তোলা, যানবাহনের নিরাপত্তামান আরও উন্নত করে তোলা, চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ‘সেতুভারতম্’ প্রকল্পের আওতায় সড়কের উপর রেলের লেভেল ক্রসিংগুলিকে হয় ওভারব্রিজ অথবা সুড়ঙ্গ পথে পরিণত করা হবে। দেশের জাতীয় সড়কের সমস্ত সেতুগুলির কাঠামোর মান বিষয়ে একটি তথ্যপঞ্জী গড়ে তুলে দুর্বল সেতুগুলির মেরামত এবং প্রয়োজন পুনর্নির্মাণের কথা ভাবা হয়েছে।

লোকসভায় মোটর ভেহিক্যাল-এর সংশোধনীবিল পাশ হয়েছে এবং রাজ্যসভাতেও পাশ হতে চলেছে। এই বিলটিতে পরিবহন আইন লঙ্ঘনকারীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা যানবাহনের সড়ক যোগ্যতা সংক্রান্ত শংসাপত্র প্রদান ব্যবস্থা এবং গাড়ির লাইসেন্স ব্যবস্থাকে কম্পিউটার চালিত করে স্বচ্ছ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দুর্ঘটনাপ্রস্তুদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সাহায্যকারী ব্যক্তির সুরক্ষার সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবহন আইন ব্যবস্থার স্বীকৃতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিবহন ক্ষেত্রে দূষন কমানোর লক্ষ্যে পুরানো যানবাহন অপসারণ এবং ২০২০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে বি.এস.সি.সি. নিয়ম চালু করা হচ্ছে। এছাড়া মহাসড়ক বরাবর গাছ লাগানো বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করার উদ্যোগ ও নেওয়া হয়েছে। বিকল্প জ্বালানী হিসাবে ইথানল, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, মিথানল এবং বিদ্যুৎচালিত যানবাহনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সুবিধাজনক এবং পরিবেশবান্ধব জলপথ পরিবহনকে উন্নত করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাগরমালা কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতের ৭৫০০ কি.মি দীর্ঘ উপকূল এবং ১৪০০০ কি.মি অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন সম্ভাবনাকে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের ১১টি জলপথকে জাতীয় জলপথ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বন্দরগুলিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালক হিসাবে ভাবা হয়েছে। বন্দর এলাকাগুলিতে শিল্পায়নের মাধ্যমে ১৪টি উপকূলবর্তী অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছে। সড়ক, রেল ও জলপথের উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী দিনগুলিতে ৩৫০০০ থেকে ৪০০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। এছাড়া ১১০০০ কোটি ডলার রপ্তানি বৃদ্ধি হবে ও ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সাগরমালা কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী ১০ বছরে জলপথের দৈর্ঘ্য দ্বিগুন করা হবে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো নৌ পরিচালন সম্ভাবনা যুক্ত জলপথগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা হবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহায়তায় জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পে গঙ্গানদীতে হলদিয়া থেকে এলাহাবাদের মধ্যে ১৫০০ থেকে ২০০০ টনের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। বারানসী সাহেবগঞ্জ এবং হলদিয়াতে একই সঙ্গে বহু ধরনের পরিবহন টার্মিনাল গড়ে তোলা হবে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ মালপত্র যাতে জলপথে পরিবহন করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী তিন বছরে ৩৭টি নতুন জলপথ গড়ে তোলা হবে। সড়ক ও জলপথের দ্রুত আধুনিকীকরণের সাথে সাথে একটি বহুমাত্রিক অখণ্ড পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবহন দক্ষতা বৃদ্ধির উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশে পণ্য পরিবহন দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরজন্য ৫০টি অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণ, ফিডার রুট গুলির উন্নয়ন, এবং ৩৫টি মাল্টি মোডাল লজিস্টিক পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। ১০টি ইন্টারমোডাল স্টেশন ও নির্মাণ করা হবে। ভারতে পরিবহনক্ষেত্রে দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং দেশের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক সহায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে। আগামী দিনে আশা করা যায় উন্নয়নের সুবিধা সব অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এবং দূরের মানুষ আরও কাছে আসবে।

- লেখক হলেন দেশের পরিবহন ও জাতীয় মহাসড়ক এবং জাহাজ চলাচল মন্ত্রী

নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব

PG/PB/NS/...

(Release ID: 1505513) Visitor Counter : 2

Background release reference

একটি দেশের অগ্রগতি, কিভাবে সেই দেশটি তাদের নাগরিক ও পন্যদ্রব্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবহন

